1. কারণ কাকে বলে? পর্যাপ্ত এবং আবশ্যিক শর্তের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? কারণকে কি আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্তরূপে ব্যাখ্যা করা যায়?

কারণ কি: — তর্ক বিদ্যাবিদ মিল কারণের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, "যদি কোনো ঘটনা শর্তাদির হীন ভেদে এবং পরিবর্তনীয় ভেদে অগ্রবর্তী হোক ঘটনা বা ঘটনার সংমিশ্রণকে অনুসরণ করে তবে অগ্রবর্তী ঘটনাকে কারণ এবং অনুবর্তী ঘটনাকে কার্য বলা হবে।"

আমাদের পরিবেশের ঘটনা থেকে কিছুর নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সত্য কাজ করে। সেটি হল যে, ঘটনা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, কিছু নিয়ম মেনে ঘটে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ, শর্ত এরূপ হলে তারই ঘটনাটি ঘটে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শর্তপূরণ হলে তবেই ঘটনাটি ঘটে। কারণ বলতে আমাদের পর্যাপ্ত শর্তকে বোঝান। অন্যেরা কারণ বলতে বোঝেন পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্তকে। আমরা এই প্রসঙ্গে আবশ্যিক শর্ত ও পর্যাপ্ত শর্তের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব —

আবশ্যিক শর্ত: — আবশ্যিক শর্ত বলতে সেই শর্তকেই বোঝায়, যেটি অনুপস্থিত থাকলে কোনটি ঘটে না। যদি দুটি ঘটনা 'ক' ও 'খ' এর সম্বন্ধ এইরূপ হয় যে, 'ক' না ঘটলে 'খ' ঘটে না, কিন্তু 'ক' ঘটলে 'খ' নাও ঘটতে পারে। তাহলে বলা যায় যে, 'ক' হল 'খ' এর আবশ্যিক শর্ত। 'ক' 'খ' এর আবশ্যিক শর্ত — এর অর্থ যদি 'ক' না ঘটে তাহলে 'খ' ঘটে না। যেমন: বৃষ্টি সংঘটিত না হলে ইন্দ্রধনু হয় না, যদিও বৃষ্টি সংঘটিত হলেও ইন্দ্রধনু নাও হতে পারে। যেমন —

বৈদ্যুতিক আলো বা পাখার অনুপস্থিতে অগ্নি সংযোগ অনুপস্থিত বা পাখার মূলেও দ্বিধা সৃষ্টি হয় না। অগ্নি সংযোগ দ্বিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্ত মূলে ও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। বৈদ্যুতিক, কেননা ঘটনার একাধিক আবশ্যিক শর্ত থাকতে পারে।

পর্যাপ্ত শর্ত :— কোন ঘটনা ঘটার জন্য পর্যাপ্ত শর্ত হল সেই শর্তটি যেটা থাকলে সেটি বোঝাতে যাবতীয় কার্যটি অবশ্যই ঘটে। যদি দুটি ঘটনা 'ক' ও 'খ' এর সম্বন্ধ এমন হয় যে 'ক' ঘটলে 'খ' ঘটতে পারে — তাহলে বলা হয় যে 'ক' হল 'খ' — এর পর্যাপ্ত শর্ত। অর্থাৎ 'ক' 'খ' এর পর্যাপ্ত শর্ত এর অর্থ যদি 'ক' ঘটে তাহলে 'খ' ও ঘটে। উদাহরণ সহকারে বলা যায় যে বিষাক্ত খাদ্য পর্যাপ্ত শর্ত, বিষাক্ত খাবার খেলে মৃত্যু হয়, কিন্তু বিষাক্ত না খাবারেও মৃত্যু হতে পারে। অধ্যাপক Copi বলেন যে, কোন ঘটনা ঘটার জন্য একাধিক আবশ্যিক শর্ত থাকতে পারে কিন্তু তারা সকলেই পর্যাপ্ত শর্তের অংশ।

আবশ্যিক শর্তরূপে কারণ :—

কারণ শব্দটিকে কখনও আবশ্যিক শর্তরূপে কখনো বা পর্যাপ্ত শর্তরূপে ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ বলতে আবশ্যিক শর্তরূপে এমন কিছুকে বলা হয় যখন অবাঞ্ছিত কোন ঘটনা অপসারণের উপায় হিসেবে বোঝানো। সেই অপসারণের জন্য শুধু তাই শর্তটি খুঁজে দেখা হয় যেটি কোন ঘটনার অধিগ্রহণ হলে এবং তারপর সেটিকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে — একজন চিকিৎসক কোন একজন অসুস্থের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কোন বিশেষ বিষাণু থেকে এই

যেমন হচ্ছে কোনো আবিষ্কার করণ, তারপর সেই বিষয়টি স্থির করবার জন্য উদ্দেশ্য, এমন কোনো ঐ বিষয়টি স্থির করে কোনো আবশ্যিক কার্য করা হয়। কারণ ঐ বিষয়ের অনুপস্থিতিতে কার্যটি সম্পন্ন হয়, কারণ কারণটিকে সার্থক আবশ্যিক শর্ত হিসাবে গ্রহণ করণ (যেমন ডিজেল কখনো এই আর্ট প্রয়োগ করেছেন) তাদের মতে কোনো কার্যের কারণ হল এমন ঘটনা যা নিয়ত কার্যের পূর্বে ঘটে।

পর্যাপ্ত শর্তরূপে কারণ :— কারণ কারণটিকে পর্যাপ্ত শর্তরূপে ব্যবহার করা হয় যখন আমরা কোনো অবস্থিত ঘটনা অপরাপরে আশ্রয়ী মনে করি, অর্থাৎ বাহ্যিত ঘটনা উহ্যে আশ্রয়ী মানি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তি বিদ্যুৎ ব্যাপার শক্তির কারণ আবিষ্কার করতে চান যাতে আরও শক্তিশালী বাল্ব তৈরী করা যায়। বাল্বের ফিলামেন্ট, তার প্রয়োগ, নিভানো করার এই ঘটনা পদ্ধতিই হল ব্যাপার শক্তির পর্যাপ্ত শর্ত। এই ঘটনা পদ্ধতি গুলি শক্তিশালী ব্যাপার শক্তির পর্যাপ্ত শর্ত। এই ঘটনা পদ্ধতিগুলি শক্তিশালী ব্যাপার উৎপাদনের যেকোন পর্যাপ্ত শর্ত। মার্ক কোহেন কারণকে পর্যাপ্ত শর্ত হিসাবে ব্যবহার করেন (যেমন ডিজেল) এরা কারণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, কোনো কার্যের কারণ হল এমন ঘটনা যা ব্যতীত কার্য সম্পন্ন নিয়ত হয়ে থাকে। ন্যায় মতে এইরূপ কারণকে অন্যথা কারণ বা করণ নামে উল্লেখ করা হয়।

আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্তরূপে কারণ :—

কারণকে আবশ্যিক শর্তরূপে যখন গ্রহণ করা হয় তখন আমরা ঐটি ভাবে কার্য থেকে কারণ

অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ কারণকে পর্যাপ্ত শর্তরূপে গ্রহণ করা হয় তখন আমরা কারণ থেকে কার্য বৈধভাবে অনুমান করতে পারি, যেমন কেবল কারণ থেকে কার্য এবং কার্য থেকে কারণ কিন্তু আবশ্যিক পর্যাপ্ত শর্তকেই বোঝানো হয়। এইরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারণকে পর্যাপ্ত শর্তের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয় এবং পর্যাপ্ত শর্তকে সঙ্গে আবশ্যিক শর্তের সংযুক্ত রূপে গ্রহণ করা হয়। এই অর্থে কারণ কিন্তু বোঝানো হয়ে থাকে। এমন একটি ঘটনা যার অব্যবহিত পরে কার্যটি নিয়ত ঘটে এবং যা নিয়তই কার্যটির অব্যবহিত পূর্বে ঘটে।

প্রবর্তক কারণ :— কারণ শব্দটির আরও এক বিশেষ ব্যবহার আছে। সেই অর্থে কারণ হল, একটি বিশেষ বিশেষ আবশ্যিক শর্ত। কারণ হল সেই ঘটনা বা যা অন্যান্য শর্তগুলি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও একটি ঘটনা ঘটাই বা না ঘটার শক্তি সামর্থ্য ধারণ করে। যেমন — কোনো একটি কারখানা আগুন লেগে পুড়ে গেল। এই আগুন লাগার কারণ হিসাবে যদি কেউ বলেন যে, বাতাসে অক্সিজেন এর উপস্থিতি আগুন লাগার কারণ তাহলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় ভুল না বলেও এর দ্বারা আমাদের কার্য নির্ণয় অগ্রসর হয় না। ক্ষেত্রে প্রকৃত অনুসন্ধানের বিষয় হল, সেই ঘটনা বা কার্যটিকে বা অন্যান্য স্বাভাবিক শর্তে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কার্যটি সংঘটিত হওয়ার কারণ সেটি সংঘটিত না হলে কার্যটি ঘটত না, এইরূপ কারণকে বলা হয় প্রবর্তক কারণ।

Scanned with CamScanner

কারণ বলতে যদি পরিবর্তন করা যেতে পারে তাহলে আরও দুরকমের কারণের কথা বলা হয় — 1) দূরবর্তী কারণ এবং 2) নিকটতম কারণ। ধরা যাক 'ক' এর ফলে 'খ' হয়, 'খ' এর ফলে 'গ' হয় এবং 'গ' এর ফলে 'ঘ' হয়। এই ক্ষেত্রে 'ঘ' এর নিকটতম কারণ হল 'গ' এবং 'ক' হল 'ঘ' এর দূরবর্তী কারণ। একটি দৃশ্যের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়, ধরা যাক কোন বীমা কোম্পানী একটি কারখানাতে একজন লোক নিযুক্ত করেছিল, বীমাকারি ঐ কারখানাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, যাতে বীমার টাকা লোকসান করতে না হয়। এক্ষেত্রে কারখানাটি পুড়ে যাওয়ার নিকটতম কারণ হল বীমাকারী কর্তৃক আগুন লাগিয়ে দেওয়া, কিন্তু এই আগুন লাগিয়ে দেওয়ার কারণটি বীমাকারীর টাকার প্রয়োজনীয়তা থেকে এসেছে। এক্ষেত্রে বীমাকারীর টাকার প্রয়োজনীয়তা হলো দূরবর্তী কারণ। এই কারণ ন্যায় উপাদান কারখানা পুড়ে যাওয়ার দূরবর্তী কারণ রূপে গণ্য করা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বলা যায় যে, নিকটতম কারণকেই কারণ বলে গণ্য করা হয়। দূরবর্তী কারণকে কারণ বলে গণ্য করা হয় না।

— ০ —